বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

টেলিকম ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২৫
তরুণ উদ্ভাবকদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো বিটিআরসি

ঢাকা, ২৩ জুলাই ২০২৫।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক আয়োজিত টেলিকম ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা- ২০২৫ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবনী অগ্রযাত্রাকে তুলে ধরা এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বিটিআরসি প্রাঙ্গণে বুধবার দিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করা হয়। প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত মেলায় দেশের বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবক দল এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ ২০টি প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবনী ধারণা, প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান ও গবেষণালব্ধ ৩২টি আইডিয়া প্রদর্শন করেছেন।

ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফি (EMG) সংকেত ব্যবহার করে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির বিচলন নিয়ন্ত্রণ করতে কৃত্রিম হাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে রোবোলাইফ টেকনোলজিস। রাস্তার পাশের বিদ্যমান বৈদ্যুতিক খুটিকে টেলিকম টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার ও বাঁশের তৈরি পরিবেশবান্ধব টাওয়ার (Green and Inclusive Tower ecosystem) নির্মাণ করে দ্বিতীয় এবং দুর্যোগকালীন প্রত্যন্ত এলাকায় যখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হবে তখন স্বল্পতম সময়ে নেটওয়ার্ক সচল রাখার প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবন করে (Power Genie-PG uberisation) পঞ্চম পুরস্কার লাভ করেছে ইডটকো বাংলাদেশ লিমিটেড। উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষদের প্রয়োজনীয় রিসোর্স, প্রশিক্ষণ, তহবিল ও বিনিয়োগকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে তৃতীয় হয়েছে গ্রামীণ ফোনের জিপি এক্সেলেরেটর। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির উদ্যোক্তাদের জন্য কয়েক ক্লিকে ই-কমার্স ওয়েবসাইট প্রস্তুত করে চতুর্থ হয়েছে ইবিতানস-eBitans। বিজয়ীদের প্রথম পুরস্কার হিসেবে ৩ লাখ , দ্বিতীয় পুরস্কার ১ লাখ ৫০ হাজার, তৃতীয় পুরস্কার ১ লাখ, চতুর্থ পুরস্কার ৭০ হাজার এবং পঞ্চম পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান শুরুতে উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের স্মরণে এক মিনিটি নীরবতা পালন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেসব সমস্যা উদ্ভূত হয় সেই আলোকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হলে দেশ ও জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। টেলিকম ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণকারীগণ উদ্ভাবনী আইডিয়া নিয়ে এগিয়ে আসলে আইসিটি বিভাগ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।
ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব জনাব জহিরুল ইসলাম (রুটিন দায়িত্ব) টেলিকম ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আগামীর সমাজ হবে বুদ্ধিভিত্তিক সমাজ যেখানে আমাদের মেধা ও সৃজনশীল আইডিয়া ও উদ্ভাবনী সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে পারবো। তরুণ সমাজ বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডিজিটাল উদ্ভাবন দেশের টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল খাতের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. এমদাদ উল বারী (অব.) বলেন, গত আড়াই দশকে টেলিযোগাযোগ খাতে যে উন্নয়ন হয়েছে তা ছিল কানেক্টিভিটিকেন্দ্রিক। বর্তমান ডাটাকেন্দ্রিক যুগে ডাটার ব্যবহার বাড়লেও তা ফলপ্রসু কাজে ব্যয় হচ্ছে না। ইনোভেশন বলতে কেবল উচ্চ প্রযুক্তিতে উন্নীত হওয়া নয় বরং সেই প্রযুক্তি কিভাবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যানে কাজে লাগানো যায় সেটা মূখ্য হওয়া উচিত। টেলিকম ও আইসিটি বিভাগ একসাথে কাজ করলে এই খাত আরো গতিশীল হবে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মেলায় আয়োজকসহ অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগের কমিশনার মাহমুদ হোসেন বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭৬টি আইডিয়ার মধ্য থেকে ৩২টি আইডিয়া বাছাই করা হয়েছে। নতুন আইডিয়া দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগ খাতকে এগিয়ে নিবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিটিআরসিতে ইনোভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যা নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তায় কাজে লাগানো যাবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিকসহ বিটিআরসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, মেলা অংশগ্রহণকারী ও বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন।
দৃষ্টি আকর্ষণ: উপ-মহাপরিচালক (বার্তা)
২। প্রধান বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ; ঢাকা।
৩। হেড অব নিউজ/চিফ রিপোর্টার/ অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর;
বার্তাসংস্থা/টেলিভিশন চ্যানেল/ অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ঢাকা।

অনুরোধক্রমে

২৩/০৭/২০২৫
মো: জাকির হোসেন খাঁন
উপ-পরিচালক (মিডিয়া)
মোবাইল: ০১৫৫২২০২৮৪০
zakirkhan@btrc.gov.bd

<u>অনুলিপিঃ সদয় উপস্থিতি ও অবগতির জন্য</u>
১। মহাপরিচালক (সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস), বিটিআরসি।
২। সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিটিআরসি।
৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিটিআরসি।
৪। অফিস কপি।